বিদ্যাশিক্ষা

----ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রশ্নের মান - ৫)

প্রশ্ন : ৩। 'পিতৃদেব মাইলস্টোনের উপাখ্যান বললেন।' ---'মাইলস্টোন' কী ? মাইলস্টোনের উপাখ্যানটি কাদের কাছে করা হয়েছিল ? গল্প অবলম্বনে 'মাইলস্টোনের উপাখ্যানটি' সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

উত্তর : 'মাইলস্টোন' শব্দটি একটি ইংরেজি শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ মাইল অর্থাৎ ক্রোশ এবং স্টোন শব্দের অর্থ পাথর। এটি দেখতে অনেকটা বাটনা বাটা শিলের মতো এবং যেটিতে ইংরেজি অক্ষর খোদাই করা হয়ে থাকে। সাধারণত মাইলস্টোন রাস্তার পাশে পোঁতা থাকে এবং এটির দ্বারা গন্তব্যের দূরত্ব বোঝা যায়।

প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটি ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় আত্মীয়বর্গের সম্মুখে এই কথাটি বলেছিলেন।

মাইলস্টোন উপাখ্যানটি শুরু হয় একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। একসময় বিদ্যাসাগরের পিতা বিদ্যাসাগর এবং সহযাত্রীদের সঙ্গে কলিকাতার গন্তব্যে পৌঁছানোর সময় শিয়াখালায় শালিখার বাধা রাস্তায় উঠে এক ধরনের অদ্ভুত

Scanned with CamScanner

শিলাখন্ড দেখে পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত। পিতার কাছ থেকে জানতে পেরে সেটিতে ইংরেজি অক্ষর খোদাই করা আছে, সেই মুহূর্তেই বিদ্যাসাগর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে তাঁর এই যাত্রার মধ্যে দিয়ে তিনি ইংরেজি অক্ষর চেনা এবং জানা সম্পন্ন করবেন যদিও ইতিপূর্বে তাঁর শুধুমাত্র বাংলা নামতার সঙ্গে পরিচয় ছিল। মাইলস্টোন উনিশ থেকে দশ পর্যন্ত পৌঁছানোর পরে বিদ্যাসাগর পিতৃদেবকে জানান যে তাঁর ইংরেজি অক্ষর শেখা হয়ে গেছে। পরীক্ষাবশত পিতৃদেব বুদ্ধি করে ছয় নম্বর মাইলস্টোনটি না দেখিয়ে পাঁচ নম্বরটি দেখালে, খুব সহজেই বিদ্যাসাগর ভুলটি ধরে ফেলে। এর ফলে বিদ্যাসাগর তাঁর পিতৃদেবের পরীক্ষায় পাশ করে এবং সহযাত্রীদের আশীর্বাদ পেয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : ৪। 'যদি বেঁচে থাকে, মানুষ হতে পারবে।' — লাইনটি কার লেখা কোন্ গল্পের অংশ ? মূলগ্রন্থের নাম কী ? বক্তা কে ? কথা কয়টি কাকে বলা হয়েছিল ? কার সম্পর্কে কেন বলা হয়েছিল ?

উত্তর : প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বিদ্যাশিক্ষা' গল্প থেকে গৃহীত।

এই গল্পটির মূলগ্রন্থের নাম 'বিদ্যাসাগরচরিত'।

আলোচ্য অংশটির বক্তা বিদ্যাসাগরের গুরু মহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

কথা কয়টি কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিল।

কথাটি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রথম বার কলকাতায় আসার সময় পথের পাশে মাইলস্টোন দেখে ইংরেজি অক্ষর চিনে ও জেনে ফেলায় এবং তৎসম্পর্কিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারনেই কথাটি বলা হয়েছে।

Scanned with CamScanner